যুগান্তর

তারিখ 30-SEP 2005
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

পক্ষে-বিপক্ষে লিফলেট : চ্যান্সেলরকে চিঠি

ভিসির বিরুদ্ধে ২০ অভিযোগ ইবিতে নতুন করে উত্তেজনা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ভিসির বিরুদ্ধে উঠেছে ২০টি অভিযোগ। ছাড়া হয়েছে এ অভিযোগের পক্ষে-বিপক্ষে লিফলেট। অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে চ্যান্সেলরকেও দেয়া হয়েছে চিঠি। এতে নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিধাবিভক্ত এবং ছাত্রছাত্রীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি প্রফেসর এম রফিকুল ইসলাম। ২০০৪ সালের ৩ এপ্রিল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে নবম ভিসি হিসেবে যোগ দেন। এর আগে ১৯৮৪ সাল থেকে ৮ জন ভিসি এখানে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু কেউই নির্ধারিত মেয়াদ পার করতে পারেননি। নতুন ভিসি যোগদানের কিছুদিন না পেরুতেই এখানে শুরু হয় ভিসিবিরোধী আন্দোলন। আরও অনেক কারণের মধ্যে এ কারণে ব্যাহত হয় শিক্ষার পরিবেশ। বাড়ে সেশনজট। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এবার ৭ সেপ্টেম্বর ইবি ক্যাম্পাসে প্রথম ভিসিবিরোধী লিফলেট ছাড়া হয়। ব্যাপক আকারে ছাড়া ওই লিফলেটে ভিসি প্রফেসর এম রফিকুল ইসলামের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়। ভিসিবিরোধী এ লিফলেট দেয়ালে দেয়ালে ও হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়লে ক্যাম্পাসে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়। পরে ইবির আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন স্বাক্ষরিত পত্রে ভিসির বিরুদ্ধে বিশ অভিযোগ উত্থাপন করা হয় এবং তা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে প্রেরণ করা হয়। লিফলেট ও চ্যান্সেলরের কাছে প্রেরিত ওই অভিযোগপত্রের বিষয় প্রায় অভিন্ন। এতে বলা হয়, ডক্টরেট ডিগ্রিবিহীন অনুজ্জ্বল শিক্ষাগত ক্যারিয়ার ও আওয়ামী লীগ আমলের সুবিধাভোগী হয়েও প্রফেসর এম রফিকুল ইসলাম ইবির ভিসি হতে সক্ষম হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কাজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে রাজশাহী থেকে। গড়ে তোলা হয়েছে ভিসির স্ত্রীর নেতৃত্বাধীন ৫ সদস্যের গোপন সিন্ডিকেট। ভিসির স্ত্রী পদাধিকার বলে ওই সিন্ডিকেটের সভাপতি। সিন্ডিকেটের সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য হচ্ছেন হাশমত আলী। অন্য সদস্যরা হলেন- ভিসির শ্যালক রাকী, ভিসির জামাই আরিফ এবং ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মোমিন। ভিসির বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য তিনি ঘুষের বাজার বসান। স্ত্রী, জামাই ও শ্যালকের সমন্বয়ে গঠিত গোপন সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ভিসি কয়েক কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য করেছেন। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির জন্য মিটিং ছাড়াই ৬৪ লাখ টাকার টেন্ডার পাস করে কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। ১ বছর বর্ষার সময় ক্যাম্পাসের উপড়ে যাওয়া গাছগুলো আস্থাভাজনদের সহযোগিতায় গোপনে বিক্রি করে কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। গত বছর ভর্তি ফরম বিতরণ বাবদ অর্জিত প্রায় দু'কোটি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডে জমা না দিয়ে গোপনে ভাগ-বাটোয়ারা করেছেন ভিসি ও তার দোসররা। ভর্তি পরীক্ষায় চরম দুর্নীতি করলেও তার আস্থাভাজন মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. মাহবুবুর রহমানের বিরুদ্ধে তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি। তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। বিগত ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ড. পাটওয়ারী ফাঁস করেছেন বলে তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দিলেও তিনি রিপোর্ট প্রকাশ এমনকি তার বিচারও করেননি। হিসাব পরিচালক পদে তিনি তার এক আত্মীয়কে নিয়োগ দিয়েছেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পদ খালি থাকলেও তিনি তার এলাকার এক লোককে ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বানিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। স্থানীয় এমপি মেহেদী আহমেদ রুমীর ভাইকে ওই পদে নিয়োগ দিতে বলা হলেও তা দেয়া হয়নি। শিক্ষকদের তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে ব্যস্ত রাখেন। তারা ক্লাস এমনকি পরীক্ষাও সময়মতো নেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো গবেষণা জার্নাল প্রকাশের জন্য উপাচার্য দায়িত্ব নিলেও অদ্যাবধি তা প্রকাশ না করে টাকাগুলো ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছেন। তিনি জাতীয়তাবাদীদের কয়েক ভাগে ভাগ করে রেখেছেন। যাতে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে না পারে। প্রতিবাদ করায় কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে ড. রইছউদ্দীনকে। ভিসি প্রফেসর এম. রফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সব অভিযোগ অস্বীকার করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। বলেছেন, যারা ঢালাওভাবে আমার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ করেছে তারা পারলে তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করুক। সিন্ডিকেট প্রসঙ্গে বলেছেন, আমি বা আমার ফ্যামিলির কেউ সিন্ডিকেট বুঝি না। নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ বাণিজ্যের কথা অস্বীকার করে তিনি বলেন, কিছু দলীয় কোটা ছাড়া সবক্ষেত্রে মেধার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ২৮ বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেছি। সততার সঙ্গে অনেক গুরুদায়িত্ব পালন করেছি। তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ সুগভীর ষড়যন্ত্র বলে তিনি মন্তব্য করলেও ষড়যন্ত্রকারীদের ব্যাপারে মুখ খোলেননি। এদিকে ভিসির বিপক্ষে লিফলেট বিতরণের পরপরই ইবি ক্যাম্পাসে ভিসির পক্ষে আরেকটি লিফলেট ছাড়া হয়েছে। ওই লিফলেটে ভিসির পক্ষে সাফাই গেয়ে তাকে নির্দোষ বলে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, একটি গ্রুপ প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে টাকার বিনিময়ে নিয়োগ বাণিজ্য চালাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। এ অর্থলোভী গ্রুপের সভাপতি হিসেবে বর্তমান ইতিহাস বিভাগের সভাপতি ও সমন্বয়কারীর নাম উল্লেখ করে লিফলেটে বলা হয়েছে, যিনি ওই বিভাগে তার স্ত্রীকে চাকরি দেবেন বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও ২৮ মাস নিয়োগ আটকে রেখেছেন। লিফলেটে আরও বলা হয়েছে, ওই অর্থলোভীরা সম্প্রতি অনেক কূটকৌশল অবলম্বন ও ছলনার মাধ্যমে একশ্রেণীর ছাত্রকে ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয় ভাংচুর, হুমকি, চাঁদা দাবিসহ বিশ্ববিদ্যালয়কে অশান্ত করার জন্য মরণ-কামড় দিচ্ছে। পক্ষের এ লিফলেট সম্পর্কে ভিসি কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন।